The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVIII, 2022 (pp.127 - 138)
Published in July, 2025

সেলজুকি যুগের ফারসি কাব্য সাহিত্য : একটি পর্যালোচনা

ড. আবদুল করিম *

প্রতিপাদ্যসার: খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সেলজুকি শক্তির উত্থান ইসলামি সভ্যতা ও মুসলিম ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সেলজুকি সম্রাটদের প্রায় সকলেই ফারসি সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তৃতির জন্য ব্যাপক ভূমিকা রেখেছেন। বিশেষকরে মালিকশাহ ও সানজারশাহ নিজেদের পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা ফারসি সাহিত্যের যথেষ্ট চর্চা ও অগ্রগতি করে গিয়েছেন। তাঁদের কারো কারো ফারসি সাহিত্যের যথেষ্ট জ্ঞান ছিলো। সেলজুকি মন্ত্রীদের মধ্যে আমিরুল মূলক কানদারি এবং নিজামুল মুলক তুসি ফারসি সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছেন। সেলজুকি সাহিত্য পূর্ববর্তী অন্যান্য যুগের সাহিত্যের তুলনায় মার্জিত, সরস ও গভীর ভাবপূর্ণ ছিলো। এ যুগের কবি-সাহিত্যিকদের অধিকাংশ রচনায় সুফি সাহিত্য নির্ভর রচনা বেশি পরিলক্ষিত হয়। এ ক্ষেত্রে সানায়ি, নিজামি গাঞ্জুবি ও ফরিদ উদ্দিন আত্তারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মূলত সেলজুকি যুগেই ফারসি সাহিত্যে সুফি সাহিত্যের সূচনা হয়। এ ছাড়া সেলজুকি যুগের অন্যান্য কবিদের মধ্যে নাসির খসরু, আব্দুল্লাহ আনসারি, বাবা তাহের, আবু সাঈদ আবুল খায়ের, আমির মুআজ্জি, ওমর খৈয়্যাম, খাকানি শিরওয়ানি ও মোহাম্মদ আনওয়ারি অন্যতম। আলোচ্য প্রবন্ধে সেলজুকি যুগের ইতিহাস এবং এ যুগের কবি, কাব্য ও কাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ : ফারসি, সেলজুক, সুফি সাহিত্য, সানায়ি, নিজামি, আত্তার।

ভূমিকা

সেলজুকি যুগের ফারসি সাহিত্যের ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সমৃদ্ধ ছিলো। এ যুগে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার ও অগ্রগতির জন্য কবি ও সাহিত্যিকদের পাশাপাশি সম্রাটগণ বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। এ যুগে যেসব কাব্য রচনা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নিজামি গাঞ্জুবির *মাখজানুল আসরার*, *খসরু ওয়া শিরিন*, *লাইলি ওয়া মাজনুন*, *হাফত পেইকার*, *দিওয়ানে নিজামি*, ফরিদ উদ্দিন আত্তারের *মানতেকুত তায়ের*, *আসরার নামা*, *পান্দ নামা*, *এলাহি নামা*, *মোখতার নামা*, *মসিবত নামা*, *খসরু নামা*, *দিওয়ানে আত্তার*, সানায়ির *হাদিকাতুল হাকিকত*, ওমর খৈয়্যামের *রুবাইয়াতে ওমর খৈয়্যাম*। এসব কাব্যগ্রন্থে ধর্মীয়, নৈতিক, দার্শনিক, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক প্রভৃতি বিষয় অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। বিশেষকরে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা, তাওহিদ তথা একাত্ববাদ, নবী, সাহাবি ও অলিদের মর্যাদা ও প্রশংসা, খোদাভীতি, বাহ্যিক আড়ম্বর পরিত্যাগ, আধ্যাত্মিক রহস্যের প্রতি প্রেরণা, প্রেমাসক্তি, প্রেমাস্পদের বর্ণনা, উন্মত্ততা, দিশেহারা অবস্থা, ক্রন্দন ও আর্তনাত, ক্রোধান্বিত হওয়া এবং মৃত্যুচিন্তা ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। যা এ যুগের কাব্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

সেলজুকি যুগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

সেলজুকি (১০৩৭-১১৯৩ খ্রি.) শক্তির উত্থান ইসলামি সভ্যতা ও মুসলিম ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

মুসলিম বিশ্ব এ সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে মিশরের ফাতেমি রাজ্য ব্যতীত অন্য কোনো উল্লেখযোগ্য শক্তি ছিলো না। কিন্তু ফাতেমিগণ শিয়া মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তারা সুন্নিদের সাথে শত্রুতায় লিপ্ত থাকতেন। এ অবস্থায় সেলজুক শক্তির বিকাশ বিশ্বের মুসলিম জাতির জন্য এক গৌরবোজ্জ্বল নব যুগের সূচনা করে। তাঁদের প্রচেষ্টায় আব্বাসিয় সুন্নি খেলাফতের বিলুপ্ত গৌরব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁদের রাজ্য বিস্তার, সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতায় এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য যে, সেলজুকগণ মধ্য এশিয়ার বিখ্যাত তুর্কি গোত্রীয় 'ঘুয' বংশোদ্ভূত (আব্বাস কাদইয়ানি ৫৫)। তাঁরা জন্মগতভাবেই ছিলেন সাহসী যোদ্ধা। ইরানের সামানি শাসকগণ তাঁদেরকে সৈন্য হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁরা নিজেদের যোগ্যতা ও বিচক্ষণতা দিয়ে সামরিক বিভাগে উঁচু পদে সমাসীন হন। তাঁদের মধ্যে সেলজুকের পিতা দোকার্ক সর্ব প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁদের নেতা সেলজুক বিন দোকার্কের নাম থেকেই তাঁরা সেলজুকি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন (Denisom Ross 61)। তাঁরা গজনি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আবু মনসুর সাবুক্তগিনের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। গজনির পরবর্তী শাসনকর্তা সুলতান মাহমুদ গজনবির সময় থেকেই পারস্যে সেলজুকদের প্রাধান্য বিস্তৃতি লাভ করে। অবশেষে ১০৩৭ খ্রিস্টাব্দে সেলজুক মৃত্যুবরণ করেন (আশরাফউদ্দিন আহমেদ ১৫-১৬)।

সেলজুকের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র তুঘরিলবেগ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। সুলতান মাহমুদ গজনবির মুত্যুর পর তুঘরিলবেগ ১০৩৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথমে মারভ পরে নিশাপুরে আধিপত্য স্থাপন করে নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেন। তুঘরিলবেগ এর ছয় বছর পর সুলতান মাসউদকে খোরাসানে পরাজিত করে বালখ, তাবরিজ, খাওয়ারিজম, হামাদান, রেই এবং ইস্পাহান প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ শহর দখল করে সমগ্র পারস্যে তাঁর রাজ্য বিস্তার করেন। খোরাসানকে তাঁদের সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করেন। সেলজুক বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তুঘরিলবেগ। দীর্ঘ ২৩ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার পর ১০৬৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারা যান (ফোরুজানফার[২] ২৭৫)। তুঘরিলবেগের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আবু সুজা আলপ আরসেলান বিন জাগরিবেগ (১০৬৩-১০৭২ খ্রি.) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১০৬৪ খ্রিস্টাব্দে আরমানিস্তান ও গুরজিস্তান এবং ১০৭০ খ্রিস্টাব্দে মোল্লাজগারদ শহর ও রোম সাম্রাজ্যের রুমানুস দিভজানস অঞ্চল বিজয় করেন। তিনি ১০৭২ খ্রিস্টাব্দে ইউসুফ খাওয়ারিজমের হাতে নিহত হন। তারপর মালিকশাহ বিন আলপ আরসেলান (১০৭৩-১০৯৩ খ্রি.) শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তাঁর রাজত্বকালে হাসান বিন সাবাহ ইসমাঈলি শিয়া মতাদর্শের দায়ি তথা দায়িত্বশীল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ে মালিকশাহ মন্ত্রী নিজামুল মুলক তুসির উপর রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক উন্নয়ণের সব দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। তিনি ১০৯৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন (আশরাফউদ্দিন আহমেদ ১৭)।

মালিকশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র বারকিয়ারক ১০৯৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। এরপর ছোট ভাই গিয়াস উদ্দিন মোহাম্মদ ১১০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১১৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করেন। মালিকশাহের অপর পুত্র মুইজ উদ্দিন আহমদ সানজার (১১১৭-১১৫৭ খ্রি.) সেলজুকি বাদশাহদের সর্বশেষ প্রভাবশালী শাসক ছিলেন (Sykes 52)। তিনি ১১৫৩ খ্রিস্টাব্দে বেদুইনদের হাতে বন্দী হন। এ বন্দিত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার পর তিনি মারভে চলে যান। সেখানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এ বংশের ধারাবাহিকতায় অন্য কোনো শাসক তাঁর মতো প্রসিদ্ধি অর্জন করতে পারেননি। তুঘরিল বিন আরসেলানশাহ (১১৭৫-১১৯৩ খ্রি.) তাকশ খাওয়ারিজম শাহের সাথে সংঘঠিত যুদ্ধে ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ইরানের সেলজুকি রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সেলজুকি যুগের কবি ও কাব্য

সেলজুকি যুগের কবিগণ ফারসি সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তৃতির ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রেখেছেন। ফলে ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে সেলজুকি যুগ একটি জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ যুগ হিসেবে বিবেচিত ও পরিগণিত হয়ে আসছে। এ যুগে যাঁরা বিশেষভাবে খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন তাঁরা হলেন-

ওমর খৈয়্যাম

ওমর খৈয়্যামের পুরোনাম গিয়াস উদ্দিন আবুল ফতেহ ওমর ইবনে ইব্রাহিম আল ওমর খৈয়্যাম। গিয়াস উদ্দিন ছিলো তাঁর উপাধি। যার অর্থ বিশ্বাসীর আশ্রয়স্থল। এ ছাড়াও তাঁকে 'খাজায়ে ইমাম' ও 'হুজ্জাতুল হক' প্রভৃতি উপাধি প্রধান করা হয়। তাঁর পিতার নাম ইব্রাহিম খৈয়্যাম। ওমর খৈয়্যাম খোরাসানের রাজধানী নিশাপুরে ১৮ মে ১০৪৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১৩২ খ্রিস্টাব্দে নিশাপুরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয় (সাঈদ[১] ভূমিকা)।

ওমর খৈয়্যামের মধ্যে চার ধরনের ব্যক্তিসত্তার সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত তিনি ছিলেন একজন গণিতবিদ; দ্বিতীয়ত একজন বিজ্ঞানী, তৃতীয়ত তিনি একজন দার্শনিক, চতুর্থত তিনি একজন কবি। এছাড়া তাঁকে আমরা একজন মহান সুফি হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। তিনি ভোগবাদি ছিলেন না; বরং তাঁর সুফিবাদ ছিলো খাঁটি ইসলামি সুফিবাদ (সাঈদ[২] ৮)।

ওমর খৈয়্যাম কবিতা, ভূগোল, বীজগণিত, দর্শন, পদার্থবিদ্যা, জ্যামিতি, রসায়ন ও জ্যোতির্বিদ্যাসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রায় চব্বিশটির মতো গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর মাতৃভাষা ফারসি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বেশিরভাগ গ্রন্থ আরবি ভাষায় রচিত হয়েছে। চব্বিশটি গ্রন্থের মধ্যে মাত্র চারটি গ্রন্থ ফারসি ভাষায় রচিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ হলো *রুবাইয়াতে ওমর খৈয়্যাম* (*رباعیات عمر خیام*)। ওমর খৈয়্যামের রুবাইয়াত একজন বিজ্ঞানমনস্ক মেধাবী মানুষের চমৎকার সাহিত্যকীর্তি। তাঁর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান জ্যোতির্বিদ্যা বিকাশের ক্ষেত্রে যেমন অপরিহার্য ছিলো তেমনি তাঁর বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা প্রকাশের পথ খুঁজে পেয়েছিলো। কাব্যের মধ্য দিয়ে যা মানবজাতিকে আনন্দ ও শক্তি যুগিয়েছে। মূলত তিনটি বিষয় ওমর খৈয়্যামের রুবাইয়াতে অভ্যন্তরিণ ও বাহ্যিক শক্তি ও অলংকরণের অন্যতম উপাদান যুগিয়েছে। আর তাহলো- তাঁর দার্শনিক চেতনা, উচ্চমার্গীয় কল্পনা এবং কাব্যিক সৌন্দর্য ও মাধুর্য (আব্দুল্লাহেল বাকী ৪৫)। ওমর খৈয়্যাম জ্ঞানীদেরকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ণ করেছেন। তাঁদের মাধ্যমে সমাজে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্ঞানীদের মাধ্যমে সমাজে মানুষ সভ্য জাতি হিসেবে গড়ে উঠে। নিচে ওমর খৈয়্যামের একটি রুবাইয়াত তুলে ধরা হলো-

آنـــان کـــه محـــیط فضـــل و آداب شـــدند   در جمـــع کمـــال شـــمع اصـــحاب شـــدند
ره زیـــن شـــب تاریـــک نبردنـــد بـــرون   گفتنـــد فســـانه ای و در خـــاک شـــدند
(ওমর খৈয়্যাম ৫৪)

'যারা জ্ঞান ও গুণের ভাণ্ডার হয়েছেন
তাঁরা পূর্ণতা সংগ্রহে বন্ধুমহলের মধ্যমনি হয়েছেন।
তাঁরা এই আঁধার রাত পারি দিয়ে বাইরে যায়নি
বলেছেন, রূপকথা আর মাটিতে অন্তর্হিত হয়েছেন।'

বর্তমানে ওমর খৈয়্যামের নামে প্রায় বারোশ থেকে পাঁচ হাজারের মতো রুবাইয়াত রয়েছে। অবশ্য তিনি এতো রুবাইয়াত রচনা করেননি। ১৯৪২ সালে ইরান সরকার তাঁর মাত্র ১৭৮টি রুবাইয়াত প্রকাশ করেছেন যেগুলোকে খাঁটি খৈয়্যাম বলে অনুমোদন করা হয়। তবে এডওয়ার্ড ফিটসজেরাল্ড প্রথমে ৭৫টি এবং পরে মোট ১০১টি রুবাইয়াত ইংরেজি কবিতায় প্রকাশ করেন (সাঈদ[৩] ১৪)।

ফরিদ উদ্দিন আত্তার

ফরিদ উদ্দিন আত্তার ফারসি কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে একজন প্রতিভাধর সুফি কবি ছিলেন। মুসলিম বিশ্বে সুফি দর্শনের বিকাশে তিনি অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছেন। ফারসি সাহিত্যে তিনিই একমাত্র কবি যিনি ব্যক্তি বিশেষের উপর কোনো প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করেননি। ফরিদ উদ্দিন আত্তার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। এ সম্পর্কে সাঈদ নাফিসি বলেন- ফরিদ উদ্দিন আত্তারের সাথে সম্পৃক্ত ৬৬টি গ্রন্থের মধ্যে ১২টি গ্রন্থ তিনি নিজে রচনা করেছেন। এগুলো হলো- *মানতেকুত তায়ের*, *আসরার নামা*, *পান্দ নামা*, *এলাহি নামা*, *মোখতার নামা*, *মসিবত নামা*, *খসরু নামা*, *দিওয়ানে আত্তার*, *জাওয়াহির নামা*, *শারহুল কালব*, *মাজহারুস সিফাত* এবং *তাজকিরাতুল আউলিয়া*। (সাঈদ নাফিসি ১৩৪)। রেজা কুলি খানের মতে, ফরিদ উদ্দিন আত্তারের গ্রন্থের সংখ্যা ১৯০টি। কাজি নুরুল্লাহ শোসতারির মতে, ১১৪টি এবং দৌলত শাহের মতে, ৪০টি (ফোরুজানফার[১] ৭৪)।

ফরিদ উদ্দিন আত্তারের *মানতেকুত তায়ের (منطق الطير)* বিশ্বে সুফিবাদী কাব্যসাহিত্যের এক অনবদ্য সৃষ্টি। এ কাব্যগ্রন্থের পঙ্‌ক্তি সংখ্যা ৪,৭২৪টি (আত্তার নিশাবুরি[২] ৪৪৬)। এ কাব্যগ্রন্থের আখ্যান ভাগ সংক্ষেপে এইরূপ দ্বারায় যে, একদিন সকল পাখি একত্রিত হয়ে বলল- যখন সকল দেশের রাজা আছে, আমাদেরও নিশ্চয়ই কোনো রাজা আছে। সুতরাং আমাদের তাঁকে খুঁজে বের করা উচিত। তখন পাখিদের সংবাদ বাহক বলল- প্রকৃতপক্ষে আমাদেরও একজন রাজা আছে তাঁর নাম 'সিমোরগ'। তাকে খুঁজে বের করতে হবে। 'হুদহুদ' তাদের রাজা সিমোরগ এর কাছে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে এই শর্তে রাজি হলো যে তারা এক দীর্ঘপথ দুঃখ-কষ্ট এবং বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা সহ্য করতে প্রস্তুত থাকবে। কিন্তু যাত্রাপথে দেখা গেলো ত্রিশটি পাখি অগ্রসর হয়ে আসল। অন্যান্য সকলে বিভিন্ন ধরনের আপত্তি ও অসুবিধা দেখিয়ে এই ভ্রমণ হতে বিরত থাকল। এই ত্রিশটি পাখি হুদহুদের নেতৃত্বে বিপদ সঙ্কুল সাতটি উপত্যকায় ভ্রমণের পর সিমোরগ এর রাজ দরবারে উপস্থিত হলো। যখন ত্রিশটি পাখি সিমোরগের সামনে উপস্থিত হলো। তাদের মনে হলো তারা একটি আয়নার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। তারা সিমোরগকে দেখতে গিয়ে নিজেদেরকেই দেখতে পেল। তারা তখন বুঝতে পারল যে সেই সিমোরগ অন্য কেউ নয় তাদের নিজেদেরই পরমরূপ। এ কাব্যগ্রন্থে কবি শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার নিশাপুরি পাখিদেরকে মানুষের সাথে তুলনা করেছেন। সিমোরগ বা আল্লাহ তায়ালা হলেন তাদের সর্বময় কর্তা। হুদহুদ হলেন তাদের নবী তথা আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্যে নিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত পথ প্রদর্শক। মানুষ অজ্ঞানতা বশত খোদাকে অন্য দিকে খুঁজে। কিন্তু যখন সে খোদার সান্নিধ্য অর্জন করে তখন বুঝতে পারে যে, খোদা তাদের মধ্যেই অন্তর্নিহিত রয়েছেন (শাফাক ১২৪)।

তাঁর এ কাব্যগ্রন্থে সুফি দর্শনের সাতটি স্তর বা উপত্যকা অবতারণা করেছেন। এ গুলো হলো তালব (طلب) বা অনুসন্ধান, এশক (عشق) বা প্রেম, মারেফাত (معرفت) বা জ্ঞান, এস্তেগনা (استغنا) বা অমুখাপেক্ষিতা, তাওহিদ (توحيد) বা একাত্ববাদ, হেইরাত (حيرت) বা বিস্ময় এবং ফাকর ও ফানা (فقر و فنا) (সাফা[২] ৮৬৩)।

ফরিদ উদ্দিন আত্তারের *আসরার নামা (اسرار نامه)* মাসনাভি কাব্যগ্রন্থটি বাহারে হাজাজে মোসাদ্দাসে মাহজুফ ছন্দে রচনা করেন। এ কাব্যগ্রন্থে ৩,১০০টি পঙ্‌ক্তি রয়েছে (সাঈদ নাফিসি ১৩৪)। এ কাব্যগ্রন্থে ২২টি প্রবন্ধ এবং ১০৭টি ছোট কাহিনী উপস্থাপন করা হয়েছে। কবি এই কাব্যগ্রন্থে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসার মাধ্যমে শুরু করেছেন।

এ ছাড়া রাসুল (সা.) এবং খোলাফায়ে রাশেদিনের প্রশংসা করা হয়েছে। এ কাব্যগ্রন্থে সুফিতত্ত্বের গুঢ় রহস্যাবলি ছোট ছোট কাহিনী আকারে বর্ণিত হয়েছে। মানুষের আত্মা এই পৃথিবীতে এসে পরমাত্মার সাথে মিলনের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে থাকে। সুফিবাদের মৌলিক শিক্ষার পাশাপাশি মানুষের মৃত্যুর পর অনন্ত জীবনে পদার্পণ এবং কৃতকর্মের ফলাফল বিষয়ে এতে আলোচনা করা হয়েছে। এ কাব্যগ্রন্থের শেষ দিকে এসে আধ্যাত্মিক অবস্থা এবং কাব্যচর্চার গোপন রহস্য আলোচিত হয়েছে (কামাল উদ্দিন ৭১)।

ফারসি সাহিত্যে প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থের মধ্যে অন্যতম একটি মাসনাভি গ্রন্থ হলো *পান্দ নামা (پند نامه)*। এটি আত্তারের আদব-কায়দা, নীতি-নৈতিকতা বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এ কাব্যগ্রন্থটিতে ৮৫০টি পঙ্‌ক্তি রয়েছে (সাঈদ নাফিসি ১০৮)। এটি ইসলামি সভ্যতা সংস্কৃতিতে ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে। বিশেষকরে উপমহাদেশে এ কাব্যগ্রন্থটির জনপ্রিয়তা অন্যান্য কাব্যের তুলনায় অনেক বেশি। এ কাব্যগ্রন্থটি আরবি, তুর্কি, হিন্দি এবং বাংলাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এ কাব্যগ্রন্থের ভাষা সহজ, সরল, সাবলীল এবং প্রাণবন্ত (হাসান আনুসে ১৭৮৪)।

ফরিদ উদ্দিন আত্তারের আধ্যাত্মিক ভাবধারায় রচিত মাসনাভি তথা দ্বিপদী কাব্যগ্রন্থ হলো *এলাহি নামা (الهی نامه)*। এ কাব্যগ্রন্থে ৬,৫১১টি পঙ্‌ক্তি রয়েছে (ফোরুজানফার[১] ৯৫)। এটি আল্লাহ তায়ালার প্রশংসার মাধ্যমে সূচনা করা হয়েছে। এরপর রাসুল (সা.) এর শানে নাত, খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রশংসা, দ্বীন ও মাজহাবের বর্ণনা, ধর্মীয় কাহিনী, আকিদা-বিশ্বাস এবং মিরাজের বর্ণনা রয়েছে। এ কাব্যগ্রন্থে ২২টি প্রবন্ধ ২৮২টি ছোট গল্প বা কাহিনী কাব্যাকারে বর্ণনা করা হয়েছে (শাকিব ১২৯)।

ফরিদ উদ্দিন আত্তারের *মোখতার নামা (مختار نامه)* একটি রুবাইয়াত কাব্যগ্রন্থ। এর শুরুতে গদ্যাকারে একটি ভূমিকা রয়েছে। এ গ্রন্থের পঙ্‌ক্তি সংখ্যা ৫,০০০টি এবং প্রায় ২,০৮৮টি রুবাইয়াত রয়েছে (সাঈদ নাফিসি ৭৭)। এ কাব্যগ্রন্থটিকে ৫০টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা এবং কল্পনার বৈচিত্র শত অধ্যায়ে সমাপ্ত হওয়ার নয়। কারণ তাঁর প্রতিটি রুবাইয়াতে আত্মিক অনুভূতির চিত্র চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। একজন প্রকৃত সুফি সাধকের হৃদয়ে এমন কিছু অবস্থার আবির্ভাব ঘটে, যা ভাষায় প্রকাশ করা খুবই কঠিন। কিন্তু এ রুবাইয়াত কাব্যগ্রন্থে হৃদয়ের অনুভূতি ছন্দালঙ্কারে আলোচিত হয়েছে (আত্তার নিশাবুরি[১] ১৩)।

ফরিদ উদ্দিন আত্তারের মাসনাভি কাব্যগ্রন্থ হলো *মুসিবত নামা (مصیبت نامه)*। এতে আধ্যাত্মিক জগতের পরিভ্রমণের গোপন রহস্যাবলি আলোচিত হয়েছে। এ কাব্যগ্রন্থে ৭,০০০টি পঙ্‌ক্তি রয়েছে (সাঈদ নাফিসি ১৩৫)। তাঁর *মুসিবত নামা* কাব্যগ্রন্থের প্রথমে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা দিয়ে শুরু করা হয়েছে। এরপর রাসুল (সা.) এবং চার খলিফাদের প্রশংসা করে কবিতা রচনা করেছেন। ফরিদ উদ্দিন আত্তার এ কাব্যগ্রন্থে মানুষকে বৈষয়িক স্বার্থসমূহ পরিহার করে প্রকৃত সত্যের সন্ধান অর্জনের উপদেশ দিয়েছেন। মানুষ এ পৃথিবীর বিভিন্ন ঘটনাবলির মধ্যে জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধান করে থাকে। এ অনুসন্ধানের পথে মানুষ পীর বা পথ প্রদর্শকের সন্ধান লাভ করে। পীর আল্লাহ তায়ালার রহমতের দ্বারা বিশেষ গুণে গুণান্বিত। অন্যান্য মানুষের তুলনায় আল্লাহ তায়ালার দরবারে তাঁর মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। এ আধ্যাত্মিক সাধনার পথে পরিভ্রমণকারীকে সালেক বা সাধক হিসেবে অভিহিত করা হয়। তিনি তাঁর সাধনার পথে পীরের উপদেশবাণী যথাযথভাবে অনুসরণ করেন (ফোরুজানফার[১] ৩৯৭-৪০১)।

নিজামি গাঞ্জুবি

সেলজুকি যুগে ফারসি কাব্য সাহিত্যে যে কয়েকজন দিকপালের আবির্ভাব ঘটে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন নিজামি গাঞ্জুবি। তিনি পাঁচটি মাসনাভি রচনা করেছেন যাকে *খামসায়ে নিজামি* বলা হয়ে থাকে। কেউ কেউ নিজামি গাঞ্জুবির এই পাঁচটি মাসনাভির গুরুত্ব অনুসারে একে *পাঞ্জেগাঞ্জে* নিজামি বা নিজামির পঞ্চরত্ন বলেও আখ্যায়িত করেছেন (Wilber 47)। তাঁর রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ হলো- *মাখজানুল আসরার (مخزن الاسرار)*। মাখজান শব্দের অর্থ ভাণ্ডার আর আসরার শব্দের অর্থ রহস্য। সুতরাং *মাখজানুল আসরার*-এর অর্থ হলো রহস্যের ভাণ্ডার। এ কাব্যগ্রন্থটিতে ২০টি অধ্যায় রয়েছে (সাফা[২] ৮০২)। নিজামি রচিত *মাখজানুল আসরার* কাব্যগ্রন্থে ২,৪০০টি পঙ্‌ক্তি রয়েছে (নিজামি গাঞ্জুবি[১] ৭৪)। এ কাব্যগ্রন্থের শুরুতে আল্লাহ তায়ালা ও রাসুল (সা.) এর প্রশংসায় কবিতা রচনা করা হয়েছে। এ কাব্যগ্রন্থে কবি চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া *মাখজানুল আসরার* কাব্যগ্রন্থে আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন স্তর বর্ণনার পাশাপাশি সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমসমূহ অত্যন্ত চমৎকারভাবে কাব্যাকারে উপস্থাপন করেছেন। কবি এ কাব্যগ্রন্থে যে বিষয়টি বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন সেটি হলো আত্মা। ফারসি সাহিত্যে যে সকল কবি সাহিত্যিক অধ্যাত্মবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন তার প্রত্যেকটির মূল বিষয়বস্তু হলো আত্মা। কারণ অধ্যাত্মবাদ মূলত আত্মার সাথেই সম্পৃক্ত (Mahmud Ahmad 12)।

নিজামির দ্বিতীয় বিখ্যাত রোমান্টিক উপাখ্যান হলো- *খসরু ওয়া শিরিন (خسرو و شیرین)*। এ কাব্যগ্রন্থের কাহিনী সামানি যুগের একটি গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে। এ মাসনাভি গ্রন্থটি ৫৭৬ হিজরি মোতাবেক **১১৮০** খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন। এটি আজারবাইজানের গভর্নর কিজিল আরসালান এবং সর্বশেষ সেলজুকি বাদশা তুগরিল বিন আরসালানের নামে উৎসর্গ করেন (শাফাক ২২১)। এ কাব্যগ্রন্থে ৭,০০০টি পঙ্‌ক্তি রয়েছে (Arberry 124)। এটি রচনা সম্পন্ন হওয়ার পর আজারবাইজানের গভর্নর কিজিল আরসালান নিজামিকে তাঁর দরবারে আমন্ত্রণ জানান। নিজামি তাঁর দরবারে গমন করলে গভর্নর তাঁকে সমাদর ও পুরস্কার হিসেবে দু'টি গ্রাম নিজাম ও হামদুনিয়া (Nijan ও Hamduniyan) প্রদান করেন (Tanwir Ahmad 148)। এ কাব্যগ্রন্থে পারস্য সম্রাট খসরু, অনন্যা সুন্দরী রূপবতী ষোড়শী শিরিন এবং প্রস্তর খোদাইকারী দরিদ্র যুবক ফরহাদের ত্রিভূজ প্রেম কাহিনী অত্যন্ত সুনিপূণভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কবি বলেন-

دلـــی کـــان نـــار شـــیرین کـــار دیـــده　　ز حســـرت گشـــته چـــون نـــار کفیـــده
بـــدان چشـــمه کـــه جـــای مـــاه گشـــته　　عجـــب بـــین کافتـــاب از زاه گشـــته
(নিজামি গাঞ্জুবি[২] **১৪২**)

'হৃদয় যখন শিরিনের অগ্নিময় চেহারা অবলোকন করলো
তাঁকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় ক্ষুধার্ত হয়ে গেলো।
তাঁর চক্ষুদ্বয় এমন যেন চাঁদ দ্বারা আচ্ছাদিত
আশ্চার্যজনক যে, প্রজ্জ্বলিত সূর্য যেন তাঁর রূপের আলোতে আচ্ছাদিত।'

নিজামির তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ হলো *লাইলি ওয়া মাজনুন (لیلی و مجنون)*। কবি এই প্রণয়কাহিনীটি ৫৮৪ হিজরি মোতাবেক **১১৮৮** খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন (কায়খসরু কেশাভারজি ৩২৮)। এ কাব্যগ্রন্থে ৪,০০০টি পঙ্‌ক্তি রয়েছে

(Browne 407)। আরব্য এ প্রেম কাহিনী রচনা করে নিজামি স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। এ কাব্যগ্রন্থটি কবি মানুচেহেরের পুত্র শিরওয়ানশাহ আবুল মোজাফ্ফর আখসিতান এর অনুরোধে রচনা করেন। পরবর্তীতে নিজামি তাঁর নামেই এটি উৎসর্গ করেন (শাফাক ২২২)। যদিও *লাইলি ওয়া মাজনুন* কাব্যগ্রন্থটি জাগতিক প্রেম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে; কিন্তু এতে আধ্যাত্মিক প্রেম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। যা আল্লাহ তায়ালার প্রতি কবির আন্তরিকতা, শ্রদ্ধা-ভক্তি ও আনুগত্যেরই বহিঃপ্রকাশ।

নিজামির অপর একটি কাব্যগ্রন্থ হলো- *হাফত পেইকার (هفت پیکر)*। হাফত শব্দের অর্থ সাত আর পেইকার শব্দের অর্থ ছবি সুতরাং *হাফত পেইকার* এর আভিধানিক অর্থ সাতটি ছবি। এটি *বাহরাম নামা* ও *হাফত গুনবাদ* নামেও পরিচিত। নিজামি এ কাব্যগ্রন্থটি হিজরি ৫৯৩ সালে আলাউদ্দিন আরসেলানের নামে উৎসর্গ করেন। এতে সাসানি রাজবংশের বিখ্যাত বাদশাহ বাহরাম গোরের বীরত্ব ও প্রণয় কাহিনী কাব্যাকারে বর্ণনা করা হয়েছে (সাফা[২] ৮০৩-৮০৪)। এ কাব্যগ্রন্থে ৫,১৩৬টি পঙ্ক্তি রয়েছে (মানসুর সারভাত ৫৪)। এতে বাহরাম গোরের জন্ম বৃত্তান্ত ও তাঁর মুসলমান হওয়ার কাহিনী, বাহরাম গোরের পিতার মৃত্যুর সংবাদ প্রাপ্তির বিবরণ, হযরত সোলায়মান (আ.) এর আপন বিবির সাথে কথোপকোথন, বৃদ্ধ কর্তৃক বাহরাম গোরকে দেওয়া উপদেশ, বাহরাম গোর বিচারে বসে সকল বন্দীকে মুক্ত করে দেওয়ার বিবরণসহ আরও অনেক কাহিনী চমৎকারভাবে কাব্যাকারে ফুটে উঠেছে (সাফা[২] ৮০৪)। এ কাব্যগ্রন্থটি কবির এক অনন্য প্রেম কাহিনী। এতে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় ধরনের প্রেমই উপস্থাপন করেছেন। প্রথমে তিনি আধ্যাত্মিক প্রেমকে তুলে ধরেছেন। এ কাব্যগ্রন্থের শুরুতেই তিনি মহান আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করেছেন। এরপর তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব রাসুল (সা.) এর প্রশংসা করে কাব্য রচনা করেন। তারপর আধ্যাত্মিক প্রেমের বর্ণনা করে তিনি জাগতিক প্রেম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন (শাফাক ২২২)।

নিজামির সবচেয়ে বৃহৎ মাসনাভি হচ্ছে *ইসকান্দার নামা (اسکندر نامه)*। এটি তাঁর পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ, যা দু'টি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশকে *শারফ নামা* এবং দ্বিতীয় অংশকে *ইকবাল নামা* বলা হয় (Tanwir Ahmad 149)। প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের সমন্বেয় এতে প্রায় ১০,৫০০টি পঙ্ক্তি রয়েছে (সাফা[২] ৮০৪)। তন্মধ্যে *শারফ নামাতে* ৬,৮০০টি পঙ্ক্তি ও *ইকবাল নামাতে* ৩,৭০০টি পঙ্ক্তি রয়েছে। এতে বাদশা ইসকান্দার (আলেকজান্ডার) এর বীরত্ব ও দেশ বিজয়ের কাহিনীসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও নিজামির গজল, কাসিদা, রুবাঈ এবং কেতআ সম্বলিত একটি *দিওয়ান* তথা কাব্য সংকলন রয়েছে। এটিকে *দিওয়ানে নিজামি (دیوان نظامی)* বলা হয়। নিজামি এ কাব্যগ্রন্থটি ১১৮৮ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন। *দিওয়ানে নিজামি* কাব্যগ্রন্থে প্রায় ২০,০০০টি পঙ্ক্তি রয়েছে। নিজামি *দিওয়ানে নিজামি* কাব্যের মাধ্যমে তাঁর সুফি মতবাদ ব্যক্ত করেছেন (Rypka 212)।

নাসির খসরু

সেলজুকি যুগের একজন বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক ও ধর্ম প্রচারক হলেন নাসির খসরু। নাসির খসরুর দার্শনিক তথ্যনির্ভর রচনা হলো- *দিওয়ান নাসির খসরু (دیوان ناصر خسرو)*। বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর এই কাব্যগ্রন্থটিতে ত্রিশ হাজার কবিতা ছিলো। তবে বর্তমানে তাঁর যে *দিওয়ান নাসির খসরু* কাব্যগ্রন্থটি পাওয়া যায় তাতে মাত্র এগার হাজার কবিতা রয়েছে। তাঁর *দিওয়ানে নাসির খসরু* কাব্যগ্রন্থে জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্মীয় উপদেশ, বিভিন্ন মাজহাব, দর্শন ও চারিত্রিক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ কাব্যগ্রন্থে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া এ কাব্যগ্রন্থে ধর্মীয় মাসয়ালা-মাসায়েল সম্পর্কিত

আলোচনা, খোদাভীতি এবং পার্থিব যাবতীয় বিষয়ের ক্ষণস্থায়িত্ব নিয়ে আলোচনা রয়েছে (শাফাক ১৪০)। এ ছাড়া নাসির খসরুর অন্যতম একটি মাসনভি গ্রন্থ হলো- *সাদাত নামা (سعادت نامه)*। এ কাব্যগ্রন্থে ৩০টি অধ্যায় সমৃদ্ধ ১,২৮৭টি পংক্তি রয়েছে। এ গ্রন্থটিতে ধর্মীয় উপদেশ, চারিত্রিক ও নৈতিক বিষয়, সমাজের উচ্চস্তরের মানুষের সমালোচনা এবং কৃষকদের প্রশংসা করা হয়েছে। তাঁর অপর মাসনাভি গ্রন্থ হলো- *রোশনাই নামা (روشنایی نامه)*। এ কাব্যগ্রন্থে ৫৯২টি পঙক্তি রয়েছে। এ কাব্যগ্রন্থটিতে নাসির খসরু একটি পরিপূর্ণ দার্শনিক চিন্তা-চেতনা তুলে ধরেছেন। এ ছাড়া এতে আধ্যাত্মিক, নৈতিক, দার্শনিক এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে (বাদাখশানি ২৪৫)। নাসির খসরুর জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও গুরুত্ব সম্পর্কে দু'টি পঙক্তি নিচে তুলে ধরা হলো-

تــن بجــان زنــده اســت و جــان زنــده بعلــــم
علــم جــان جــان تســت ای هوشــیار
دانــش انــدر کــان جانــت گــوهر اســت
گــر بجــویی جــان جــان را درخــور اســت
(শাফাক ১৪১)

'দেহ হৃদয় দ্বারা ও হৃদয় জ্ঞান দ্বারা জীবন্ত হয়
জ্ঞান হৃদয় খণির মূল্যবান ধাতু।
হে সচেতন ব্যক্তি, জ্ঞান তোমার হৃদয়ের হৃদয়
প্রাণের প্রাণকেই তোমার অনুসন্ধান করা উচিত।'

খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি

সেলজুকি যুগের অন্যতম একজন প্রসিদ্ধ কবি হলেন খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি। তাঁর রচিত বিখ্যাত একটি গ্রন্থ হলো *জাদুল আরেফিন (زاد العارفين)*। এতে পাঁচটি অধ্যায় রয়েছে। এ গ্রন্থে বিবেক, প্রেম, দিন-রাত, প্রকৃত দরবেশ ও কপট দরবেশ, মানুষের প্রতি আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ, যৌবনের অহমিকা ও জীবনের বসন্তকাল ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া খাজা আব্দুল্লাহ আনসারির *কানজুস সালেকিন (كنز السالكين)* একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। এতে ছয়টি অধ্যায় রয়েছে (আব্দুল্লাহ আনসারি ৪২)।

আব্দুল্লাহ আনসারির অপর একটি গ্রন্থ হলো *এলাহি নামা (الهی نامه)*। এতে তিনি আধ্যাত্মিক শিক্ষা, দুনিয়া বিমুখতা, বিভিন্ন ওয়াজ-নসিহত এবং জীবনধর্মী উপদেশসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি আলোচনা করেছেন। আব্দুল্লাহ আনসারির অপর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ হলো *মোহাব্বত নামা (محبت نامه)*। এতে অনেকগুলো অধ্যায় রয়েছে। যেমন বাবে মোহাব্বত তথা ভালোবাসার অধ্যায়, বাবে শোক বা উৎসাহ-উদ্দীপনার অধ্যায়, বাবে তলব বা অনুসন্ধানের অধ্যায়, বাবে জেকের বা স্মরণের অধ্যায়, বাবে কুরব বা নৈকট্য লাভের অধ্যায়, বাবে এশক বা প্রেমের অধ্যায়, বাবে তাওহিদ বা একত্ববাদের অধ্যায় প্রভৃতি (আব্দুল্লাহ আনসারি ১১১-১১২)। আব্দুল্লাহ আনসারির অপর গ্রন্থ হলো *মানাজেলুস সায়েরিন*। এটি হেরাতের অধিবাসীদের অনুরোধে রচিত আধ্যাত্মিক পথ-নিদের্শনামূলক গ্রন্থ। আব্দুর রাজ্জাক কাশানি এ গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। এ ছাড়াও আব্দুল্লাহ আনসারির একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো *মোনাজাত নামা*। এটি আধ্যাত্মিক দোয়া ও মোনাজাতের প্রাচীনতম ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। নিচে কবির একটি রোবাঈ তুলে ধরা হলো-

در عشق تو گه پست و گهی مست شوم   وز یاد تو گه نیست گهی هست شوم
در پستی و مستی ار نگیری دستم   یکبار گی ای نگار ازدست شوم
(শাফাক ১১৫)

‘তোমার প্রেমে মাঝে মাঝে আমি নিজেকে তুচ্ছ করে ফেলি এবং মাতাল হয়ে যাই
তোমার স্মরণে আমার অস্তিত্ব ভুলে যাই, আবার আমার অস্তিত্ব ফিরে পাই।
এই আমার উন্মত্ততা ও হীনতার মধ্যে যদি তুমি আমার দিকে হাত না বাড়াও
হে আমার দৃষ্টিপাতকারী, আমি আমার অস্তিত্ব একেবারে হারিয়ে ফেলবো।’

হাকিম সানায়ি

সেলজুকি শাসনামলের একজন উল্লেখযোগ্য সুফি কবি হলেন হাকিম সানায়ি। তিনি গজনির সুলতান ও দরবারের সভাসদদের প্রশংসায় কাসিদা রচনা করতেন। এ সময়ের কাসিদাগুলোর মূল বিষয় ছিলো গজনির তৃতীয় সুলতান বাহরাম শাহ বিন মাসউদ ও তাঁর দরবারের মন্ত্রীদের প্রশংসা করা। উদ্দেশ্য ছিলো যেনো তিনি দরবারে উচ্চাসন ও উপঢৌকন লাভ করেন (সুফি ৭৫)। তিনি উচ্চমার্গের একজন সুফি ছিলেন। তাঁর রচিত অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে *হাদিকাতুল হাকিকত (حدیقة الحقیقه)* এবং *দিওয়ান (دیوان)* গ্রন্থদ্বয় বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সানায়ির অন্যান্য মাসনাভি গ্রন্থের মধ্যে *তারিকুত তাহকিক*, *সাইরুল ইবাদ ইলাল মাআদ*, *আকল নামা*, *এশক নামা*, *সানায়ি আবাদ*, *তাহরিমাতুল কালাম* এবং *কারনামায়ে বালখ* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সানায়ির *হাদিকাতুল হাকিকা* একটি মাসনাভি তথা দ্বিপদী কাব্যগ্রন্থ। এতে ১০টি অধ্যায়ে ১০,০০০টি পঙ্ক্তি রয়েছে। এ কাব্যগ্রন্থে রয়েছে আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা, মহিমাকীর্তন ও তাওহিদ তথা একাত্ববাদ, নবী, সাহাবি ও অলিদের মর্যাদা ও প্রশংসা, বাহ্যিক আড়ম্বর পরিত্যাগ, আধ্যাত্মিক রহস্যের প্রতি প্রেরণা এবং এর ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত বিভিন্ন সুফিধর্ম বিষয়ক আলোচনা, কবির নিজের অবস্থার বর্ণনা, সম্রাট বাহরাম শাহের সময়ের অবস্থার বর্ণনা ও তার পারিপার্শিক বিষয়সমূহের ইতিবৃত্ত (সাফা[২] ৫৬১)।

সানায়ি রচিত *দিওয়ান হাকিম সানায়ি গজনাবি* কাব্যগ্রন্থে ১৩,৪৪৬টি পঙ্ক্তি পরিলক্ষিত হয়। কথিত আছে, এতে প্রায় ত্রিশ হাজার পঙ্ক্তির সমষ্টি ছিলো। এতে কাসিদা, রুবাঈ, কেতআ, গজল প্রভৃতি শ্রেণির কবিতা দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁর কাসিদা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর আরবি সাহিত্যে যথেষ্ট জ্ঞান ছিলো। তাঁর কাসিদায় ফারসি কবিদের পাশাপাশি আরবি কবিদেরও প্রশংসা করেছেন। এতে তিনি যৌবনকালে কিছু ব্যক্তি বিশেষের প্রশংসায় কাসিদা রচনা করেছেন (শাফাক ১১৬)। নিচে তাঁর প্রেম সম্পর্কে কয়েকটি পঙ্ক্তি উদ্ধৃতি দেওয়া হলো-

اکنون که همه جهان بدانست   از عشق تو ننگ و نام عاشق
بشنو جانا تو از سنایی   تا بگذارد پیام عاشق
بر عاشق اگر سلام نکنی   باری بشنو سلام عاشق
(সানায়ি ৯১৫)

‘আজ সমগ্র পৃথিবী জেনে গেছে,
প্রেমিকের সুনাম ও বদনাম, তোমার প্রেমের কারণেই।
হে প্রিয়! সানায়ি থেকে শুনে রাখ,
প্রেমিকের সংবাদ রাখা ছেড়ে দাও।
যদি প্রেমিককে সালাম না কর,
অন্তত প্রেমিকের সালাম একটি বার হলেও শুন।’

তাহের হামদানি

সেলজুকি যুগের অপর একজন গুরুত্বপূর্ণ সুফি কবি হলেন তাহের হামদানি। তাঁকে সুফি সাহিত্যের প্রথম কবি বলে অভিহিত করা হয়। তাঁর রচিত রুবাঈ তথা চতুষ্পদি কবিতার সংখ্যাই বেশি। তবে সমকালীন গবেষকদের মধ্যে একজন তাহের হামদানির দোবেইতীসমূহের বিষয়াবলিকে সংকলন করেছেন। তিনি তাহের হামদানির দোবেইতীগুলোর বিষয়বস্তু সম্পর্কে যে সব বিষয় উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে রয়েছে প্রকৃতির প্রতি আসক্তি, আত্মপরিচিতি, আল্লাহ তায়ালার দর্শন, প্রেমাসক্তি, প্রেমাস্পদের বর্ণনা, উন্মত্ততা, দিশেহারা অবস্থা, ক্রন্দন, আহাজারি, জ্বলন-দহন, আর্তনাত, ক্রোধান্বিত হওয়া এবং মৃত্যুচিন্তা (সাফা১ ৩৮৪)।

আমির মুআজ্জি

আমির মুআজ্জির মূল নাম আমিরুশ শুয়ারা আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ বিন আব্দুল মালেক মুআজ্জি নিশাপুরি। তাঁর পিতার নাম আব্দুল মালেক বোরহানি। তাঁর পিতা সেলজুকি সম্রাট আলপ আরসালানের দরবারের একজন সভাকবি ছিলেন। তিনি আলপ আরসালানের পুত্র মালিকশাহের উদ্দেশ্যে অসংখ্য প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করেন (সাফা১ ৫০৮)। মালিকশাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সানজার সম্রাট হন। মুআজ্জি সানজারের রাজদরবারের আমিরুশ শুয়ারা বা রাজকবির পদ লাভ করেন। তিনি একটি *দিওয়ান* রচনা করেন। এতে ১৮,৫০০টি বেইত রয়েছে। এ কাব্যগ্রন্থটি কাসিদা, গজল, কেতআ ও রুবাঈ এর সমষ্টি (শাফাক ১৬৩)।

কবি আনওয়ারি

কবি আনওয়ারির পুরোনাম আওহাদ উদ্দিন মোহাম্মদ বিন মোহাম্মদ আনওয়ারি অথবা আওহাদ উদ্দিন আলি বিন ইসহাক। তিনি হুজ্জাতুল হক (حجت الحق) উপাধিতে ভূষিত হন (সাফা১ ৬৫৬)। তাঁকে ফারসি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাসিদা রচয়িতা বলা হয়। তাঁর তাখাল্লুস বা কবিনাম প্রথমে খাওয়ারান ছিলো। পরবর্তীতে জনসাধারণ তাঁকে আনওয়ারি নামে অভিহিত করেন। কাসিদা ছাড়াও তিনি গজল, রুবাঈ, কিতআ প্রভৃতি কবিতা রচনা করেন। তাঁর কাব্যের ভাষা সহজ, সরল ও সাবলীল। কবিতা ছাড়াও গণিত, বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিলো। কবি আনওয়ারি ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন (কেয়া ৫৬-৫৭)। তিনি কাসিদা রচনা করে সম্রাট সানজারের সান্নিধ্য ও অনুগ্রহ লাভ করেন। কবি আনওয়ারির কাসিদার একটি পঙ্ক্তি নিচে তুলে ধরা হলো-

گر دل و دست بحر و کان باشد   دل و دست خدایگان باشد

(শাফাক ১৬৯)

‘যদি হাত ও হৃদয় সমুদ্র ও খনি হয়
তবে সম্রাটদের হাত ও হৃদয়ই হয়।’

খাকানি শিরওয়ানি

খাকানি শিরওয়ানি একজন বিখ্যাত কাসিদা রচয়িতা ছিলেন। তিনি ১১২৬ খ্রিস্টাব্দে আজারবাইজানের শিরওয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আলি। তাঁর মা প্রথমে খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারি ছিলেন। পরবর্তীতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন (সাফা১ ৭৭৬-৭৭৭)। তাঁর পিতার অধীনে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁর পিতৃব্য মির্জা কাফি বিন উসমানের নিবিড় তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠেন। তাঁর কঠোর শাসনে তিনি আরবি ভাষা, চিকিৎসা শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানার্জনে সক্ষম হন। এরপর তিনি আবুল আলা গাঞ্জুভির কাছে ছন্দ ও অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তৎকালিন শাসক মানুচেহের শিরওয়ানশাহ শিক্ষা ও সাহিত্যের একজন উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁর রাজদরবারে অনেক কবি ও সাহিত্যিকের সমাবেশ ছিলো। খাকানি শিরওয়ানিও তাঁর

রাজদরবারে বসবাস করতেন এবং সম্রাট তাঁকে বিশেষ সম্মান করতেন। খাকানি শিরওয়ানি ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে তাবরিজ শহরে মৃত্যুবরণ করেন (শাফাক ২০০)। তিনি রাজা বাদশাহদের প্রশংসায় কাসিদা রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ইরানের বিখ্যাত কাসিদা রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁর কবিতার ভাষা খুবই সহজ, সরল, সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী ছিলো (কেয়া ১৪৩-১৪৪)।

উপসংহার

সেলজুকি যুগে মূলত ফারসি সাহিত্যে সুফি সাহিত্যের সূচনা হয়। যা পরবর্তীতে অধ্যাত্মবাদের প্রচার, প্রসার ও বিকাশের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এ ক্ষেত্রে নিজামি গাঞ্জুবি, সানায়ি, ফরিদ উদ্দিন আত্তার, নাসির খসরু বিশেষ অবদান রাখেন। নিজামি গাঞ্জুবি কাব্য রচনার ক্ষেত্রে আবুল কাসেম ফেরদৌসির অনুকরণ করার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তী যুগে অসংখ্য কবি ও সাহিত্যিক নিজামি গাঞ্জুবির কাব্যকাহিনী ও চিন্তাধারার অনুসরণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে মাওলানা আব্দুর রহমান জামি ও আমির খসরু দেহলবির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ইরানের অগণিত কবি সাহিত্যিক ফরিদ উদ্দিন আত্তারের অনুসরণে কাব্যচর্চা করে ফারসি সাহিত্যে সমাদৃত হন। ইরানের যে সকল বিখ্যাত কবি শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তারের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি, হাফিজ শিরাজি, শেখ মাহমুদ শাবিস্তারি এবং মাওলানা আব্দুর রহমান জামি প্রমূখ অন্যতম। সেলজুকি যুগের কাব্যের ভাষা অতি সুললিত ছন্দে লিখিত হতো এবং কোনোরূপ জটিলতা থেকে মুক্ত, সহজ, সরল, সাবলিল ও অতি স্পষ্ট ভাষা ছিলো। এছাড়া আধ্যাত্মিক চিন্তা দর্শন নিষ্ঠা, সততা ও সরলতার মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। এ যুগের কাব্যে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা, রাসুল (সা.) এর প্রতি ভালোবাসা, সৃষ্টি জগতের রহস্য, ইসলামি ঐতিহ্য, প্রেম-ভালোবাসা, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি, সমাজ ও নৈতিক ইত্যাদি বিষয়ের সমাহার ঘটেছে। যা মানুষের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন ও সামাজিক জীবনে একটি উন্নত আদর্শ ও নান্দনিক জীবনযাপনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

তথ্যসূত্র

ফারসি গ্রন্থসমূহ

আত্তার নিশাবুরি, শেখ ফরিদ উদ্দিন। *মোখতার নামা*। মোহাম্মদ রেজা শাফিয়ি কাদকানি (সম্পাদিত), এন্তেশারাতে সোখান, ১৩৭৫ সৌরবর্ষ।

আত্তার নিশাবুরি, শেখ ফরিদ উদ্দিন। *মানতেকুত তায়ের*। মোহাম্মদ রেজা শাফিয়ি কাদকানি (সম্পাদিত), এন্তেশারাতে সোখান, ১৩৮৩ সৌরবর্ষ।

আব্দুল্লাহ আনসারি, খাজা। *রাসায়েলে জামে আরেফে কারণে চাহারম হিজরি খাজা আব্দুল্লাহ আনসারি*। কেতাব ফুরুশিয়ে ফারুগি, ১৩৪৯ সৌরবর্ষ।

আব্বাস কাদইয়ানি। *তারিখ*, ফারহাঙ্গ ওয়া তামাদ্দুনে ইরানি দার দাওরেয়ে মোঘল। এন্তেশারাতে ফারহাঙ্গে মাকতুব, ১৩৮৪ সৌরবর্ষ।

ওমর খৈয়্যাম। *রুবাইয়াতে ওমর খৈয়্যাম*। আব্বাস জামালপুরি (সম্পাদিত), এন্তেশারাতে আতলিয়ে হুনার, ১৩৭৫ সৌরবর্ষ।

কায়খসরু কেশাভারজি। *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*। এন্তেশারাতে হায়দারি, ১৩৭০ সৌরবর্ষ।

কেয়া, জাহরা খালনারি। *রাহনোমায়ে আদাবিয়াতে ফারসি*। কিতাবখানায়ে ইবনে সিনা, ১৩৪১ সৌরবর্ষ।

নিজামি গাঞ্জুবি। *দিওয়ানে কাসায়েদ ওয়া গাজালিয়াতে* নিজামি গাঞ্জুবি। সাঈদ নাফিসি (সম্পাদিত), এন্তেশারাতে এলমি, ১৩৩৮ সৌরবর্ষ।

নিজামি গাঞ্জুবি। *খসরু ওয়া শিরিনে নিজামি*। এন্তেশারাতে শেরকাতে আফসেত, ১৩৫৫ সৌরবর্ষ।
ফোরুজানফার, বদিউজ্জামান। *শারহে আহভাল ওয়া নাগদ ওয়া তাহলিলে আসারে শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার নিশাবুরি*। এন্তেশারাতে আনজুমানে আসার ওয়া মাফাখেরে ফারহাঙ্গি, ১৩৭৪ সৌরবর্ষ।
ফোরুজানফার, বদিউজ্জামান। *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*। ওজারাতে ফারহাঙ্গ ও এরশাদে ইসলামি, ১৩৮৩ সৌরবর্ষ।
বাদাখশানি, মির্জা মকবুল বেগ। *আদাব নামে ইরান*। ইউনিভার্সিটি বুক এজেন্সি।
মানসুর সারভাত। *গাঞ্জিনায়ে হেকমাত দার আসারে নিজামি*। এন্তেশারাতে আমিরে কাবির, ১৩৭০ সৌরবর্ষ।
শাকিব, নেমাতুল্লাহ কাজি। *বেসুয়ে সিমোরগ*। এন্তেশারাতে সিক্কে, ১৩৮০-১৩৮১ সৌরবর্ষ।
শাফাক, রেজা জাদেহ। *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*। এন্তেশারাতে অহাঙ্গ, ১৩৬৯ সৌরবর্ষ।
সাঈদ নাফিসি। *জুসতজু দার আহভাল ওয়া অসারে ফরিদ উদ্দিন আত্তার নিশাপুরি*। কিতাবফোরুশি ভা চাপখানেয়ে ইকবাল, ১৩২০ সৌরবর্ষ।
সানায়ি, মাজদুদ বিন আদম। *দিওয়ানে সানায়ি গজনাভি*। মোদার্‌রেস রিজভি (সম্পাদিত), এন্তেশারাতে কেতাবখানায়ে সানায়ি, ১৯৮৪ খ্রি.।
সাফা[১], জবিহ উল্লাহ। *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান* (৪র্থ খণ্ড)। এন্তেশারাতে ফেরদৌসি, ১৩৮৯ সৌরবর্ষ।
সাফা[২], জবিহ উল্লাহ। *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান* (২য় খণ্ড)। এন্তেশারাতে ফেরদৌসি, ১৩৯১ সৌরবর্ষ।
সুফি, লায়লা। *জিন্দিগিনামে শায়েরানে ইরান*। এন্তেশারাতে জাজরামি, ১৩৭৯ সৌরবর্ষ।
হাসান আনুসে। *দানেশ নামে আদাবে ফারসি* (৪র্থ খণ্ড)। এন্তেশারাতে ওজারাতে ফারহাঙ্গ ওয়া এরশাদে ইসলামি, ১৩৮০ সৌরবর্ষ।

বাংলা গ্রন্থসমূহ

আব্দুল্লাহেল বাকী। *ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত : সুফি কাব্য ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ*। শরীফ আতিক-ইজ-জামান (অনূদিত), নাহার পাবলিকেশনস, ২০১৫ খ্রি.।
আশরাফউদ্দিন আহমেদ। *মধ্যযুগের মুসলিম ইতিহাস*। চয়নিকা, ২০০৩ খ্রি.।
কামাল উদ্দিন, মো.। *ফরিদ উদ্দিন আত্তার : কাব্য ও সুফি দর্শন*। পরিলেখ, ২০১৯ খ্রি.।
সাঈদ[১], শামসুল আলম। *বাংলায় খৈয়াম ও নজরুল অনুবাদ*। বাংলা একাডেমী, ২০০৯ খ্রি.।
সাঈদ[২], শামসুল আলম। *ওমর খৈয়াম রুবাইয়াত*। রোদেলা প্রকাশনী, ২০১১ খ্রি.।
সাঈদ[৩], শামসুল আলম। *ওমর খৈয়াম*। রোদেলা প্রকাশনী, ২০১৫ খ্রি.।

ইংরেজি গ্রন্থসমূহ

Arberry, A.J.. *The Legancy of Persia*. Oxford University Press, 1958 CE.
Arberry, A.J.. *Classical Persian Literature*. George Allen and Unwin ltd, 1958 CE.
Browne, E.G.. *A Literary History of Persia* (Voll.2). Cambridge University press, 1958 CE.
Denison Ross, Sir E.. *The Persians*. Oxford University Press, 1931 CE.
Mahmud Ahmad, Sheikh. *The Pilgrimage of Eternity*. Institute of Islamic Culture, 1961 CE.
Rypka, Jan. *History of Iranian Literature*. D. Reidel Publishing Company, 1968 CE.
Sykes, Brigadier General Sir Persy. *Persia*. Oxford University Press, 1922 CE.
Tanwir Ahmed. *A short History of Persian Literature*. Naaz Publishing Center, 1991 CE.
Wilber, Donald N.. *Iran Past and Present.* Princeton University press, 1958 CE.